ইউনিট ৮

স্পেনে মুসলিম শাসন

ভূমিকা

স্পেন ইউরোপ মহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মনোরম দেশ। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের সময়ে মূসা-বিন-নুসাইর ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন জয় করেন। মুসলমানদের আগমনের আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক দেশটি শাসিত হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে গথদের ও রাজা রডারিকের দুঃশাসনে দেশটির সার্বিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণ স্পেনে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে অভিযান চালায়। মুসলমানদের অধিকারে আসার পর স্পেন শিক্ষা-সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করে। মুসলিম বিজয় হতভাগ্য স্পেনবাসীর জীবনে এনে দিয়েছিল এক আমূল পরিবর্তন, স্পেনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা হয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধর্ম যাজক, অভিজাত শ্রেণী ও শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচারের শৃঙ্খল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্পেনবাসী গড়ে তোলে এক নতুন সমাজ ও সভ্যতা। মুসলমানগণ স্পেনে প্রায় আটশ বছর সফলতার সাথে রাজত্ব করে।

এ ইউনিটে স্পেনে মুসলমানদের আগমন ও শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

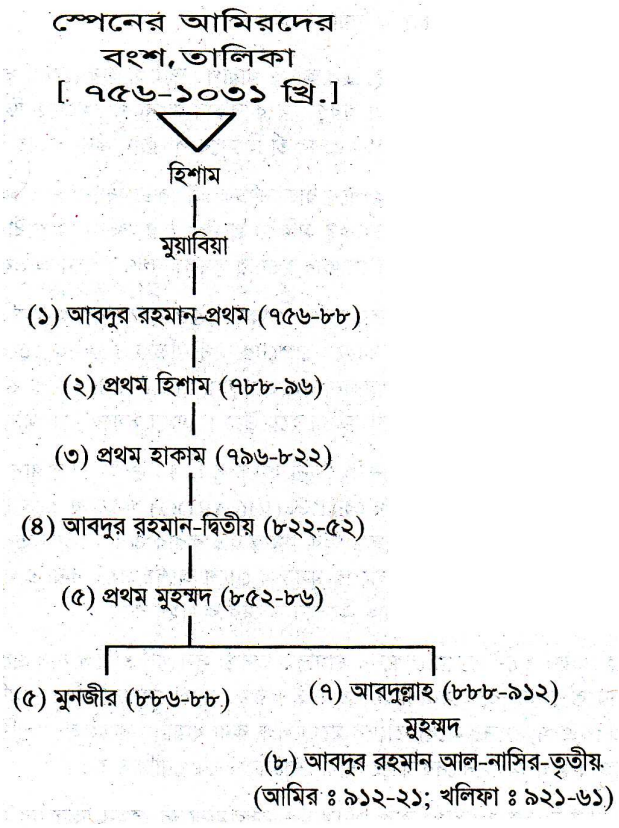

মুসলমানদের আগমনের কারণ এবং মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কি কারণে মুসলিম বাহিনী স্পেন বিজয়ে অগ্রসর হয় তার বিবরণ দিতে পারবেন
- মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।

স্পেনে মুসলিম অভিযানের কারণ

স্পেন ইউরোপ মহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দেশ। ইসলামর ইতিহাসে স্পেনে উমাইয়া আমীরাত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ে মূসা-বিন-নুসাইর ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন জয় করেন। মুসলমানদের আগমনের আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক দেশটি শাসিত হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে গথ ও রাজা রডারিকের শাসনে এবং শোষণে দেশটির সার্বিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের অধিকারে আসার পর স্পেন-শিক্ষা-সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানগণ স্পেনে প্রায় আটশ বছর সফলতার সাথে রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে স্পেনে মুসলিম অভিযানের কারণ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

এক. প্রত্যক্ষ কারণসমূহ

স্পেনে মুসলিম অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. সামাজিক কারণ ঃ স্পেনে মুসলমানদের আগমনের আগে সেখানকার সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। সেখানে শাসকগণ নিজেদেরকে অভিজাত মনে করত। তারা প্রজাদের সাথে দাস-দাসীর মত ব্যবহার করত। শাসকরা প্রজা সাধারণের উপর নানারকম অত্যাচার ও নির্যাতন চালাত।

সমাজে ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। ভূমি মালিক ও ধর্ম যাজকদের অত্যাচারে গোটা সমাজ থেকে শান্তি চলে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে পথ খুঁজতে ছিল। তারা মুসলমানদের সুশাসনের কথা আগে থেকে জানত এবং মুসলমানদেরকে ত্রাণকর্তা হিসেবে পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

২. রাজনৈতিক কারণ ঃ সে সময়ে স্পেনে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজা রডারিকের অত্যাচার, সবকিছু মিলিয়ে প্রদেশগুলো সব সময় স্বাধীনতা লাভের সুযোগ খুঁজত। রডারিকের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রদেশগুলো সোচ্চার হওয়ায় মুসলমানগণ স্পেনে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. অর্থনৈতিক কারণ ঃ যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও বৈষম্যমূলক অর্থ বন্টন এবং ইচ্ছামত অর্থের অপচয় করার কারণে স্পেনের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে ছিল। তাছাড়া বৈষম্যমূলক ও অতিরিক্ত করারোপের কারণে শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। মোট কথা শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্পেনের জনগণ অস্থির হয়ে উঠে। এমন সময়ে মুসলমানগণ স্পেন অভিযানে অগ্রসর হয়।

৪. ধর্মীয় কারণ ঃ স্পেনে তখন খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্ম চালু ছিল। খ্রিস্টানরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে অন্যান্যরা ছিল নির্যাতিত। বিশেষ করে ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে রেকার্ডো (RICARDO) ক্ষমতায় এসে খ্রিস্টান ক্যাথলিকদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়। অপরদিকে ইহুদীদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার জন্য নিত্য-নতুন আইন করে এবং অমানুষিক অত্যাচার চালায়। ইহুদীরা বাঁচার জন্যে আশ-পাশের মুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। এমন সময়ে মুসলমানগণ স্পেনে অভিযান চালালে জনগণ ধর্মীয় আর্শীবাদ হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করে।

৫. সামরিক কারণ ঃ সে সময়ে স্পেনের সামরিক অবস্থা সুসংগঠিত ছিল না। প্রয়োজনে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। তাছাড়া ক্রীতদাসদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করত। ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক মান সন্তোষজনক ছিল না, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং ঐক্য তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। কাজেই লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১২ হাজার মুসলিম সেনাদের কাছে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

৬. ভৌগোলিক কারণ ঃ ভৌগোলিক অবস্থানও মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের সহায়ক ছিল। কারণ উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ব্যবধান ছিল মাত্র ১৭ মাইলের একটি প্রণালী। উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য চলত। তাছাড়া দিগ্বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর কাছে আশে পাশে আর কোন দেশও ছিল না। তাই তাঁরা স্পেনকেই জয় করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৭. কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ ঃ সিউটার গভর্নর কাউন্ট তাঁর মেয়ে ফ্লোরিন্ডাকে প্রথা অনুসারে রাজকীয় চাল-চলন ও রীতি-নীতি শিক্ষা করার জন্য রাজা রডারিকের রাজ দরবারে পাঠান। পরমা সুন্দরী ফ্লোরিন্ডা রাজা রডারিক কর্তৃক ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হন।

এ ঘটনায় জুলিয়ান ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিশোধের পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার মুসলিম গভর্নর মূসা-বিন-নুসাইরকে স্পেন দখলের জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। তিনি স্পেনের যাবতীয় তথ্য ও সহযোগিতা দিয়ে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পথ সুগম করে দেন।

৮. মূসা-বিন-নুসাইরের দক্ষতা ঃ মূসা-বিন-নুসাইর ছিলেন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মুসলিম বীর। তিনি আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সাহসী বার্বার সম্প্রদায়কে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং উপযুক্ত সম্মান দেন। বীরশ্রেষ্ঠ তারিক-বিন-যিয়াদ সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। বীর শ্রেষ্ঠ এই তারিক-বিন-যিয়াদ স্পেন বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

দুই. পরোক্ষ কারণ

স্পেনে মুসলিম অভিযান পরিচালনার পেছনে কিছু পরোক্ষ কারণ কাজ করেছে; ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তা হলো ঃ

১. মহানবীর (স) ভবিষ্যদ্বাণী ঃ মহানবীর (স) বাণী থেকে ইউরোপে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই মুসলিম বাহিনী ইউরোপে অভিযান পরিচালনা করে।

২. মানবতার মুক্তির জন্যে ঃ মুসলমানদের এ বিজয় অভিযান পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপন্ন মানবতার মুক্তি। কেননা স্পেনে তখন মানুষের কোন স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা ছিল না।

৩. ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে ঃ স্পেনবাসীকে ইসলামের শান্তির পতাকা তলে সমবেত করার কথা মুসলমানগণ ভাবছিল। এমন সময়ে অন্যান্য কারণ ও সুযোগ সৃষ্টি হলে তাঁরা বীরত্বের সাথে অভিযান চালিয়ে দেশটিকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

ঘটনা প্রবাহ

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি মুসলমানগণ কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ পায়। এবার সেনাপতি মূসা-বিন-নুসাইর তাঁর সহকারী সেনাপতি তারিক-এর নেতৃত্বে ৭১০ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়ানের আমন্ত্রণ ও প্রতিশ্রুতি যাচাই করার জন্য একটি ছোট দল পাঠান। তারিক সব কিছু দেখে-শুনে সে বছর ফিরে আসেন। পরের বছর ৭১১ সালে তারিকের নেতৃত্বে ৭,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী স্পেন অভিযানে প্রেরণ করা হয়। তারিক আরও সৈন্য সংগ্রহ করে মোট ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে রডারিকের লক্ষাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এতে রডারিক পরাজিত হন এবং নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মূসা-বিন নুসাইর এ সংবাদ শুনে আরও ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন এবং সম্পূর্ণ স্পেন জয় করে নেন।

মুসলিম বিজয়োত্তর স্পেনের সামাজিক অবস্থা

মুসলমানদের স্পেন বিজয় নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য, অসন্তোষ, সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা দূরীভূত হয়ে একটি সুষ্ঠু শান্তিময় ও সুসংঘবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠে। সমাজে ধর্ম যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য লোপ পায় এবং ক্রীতদাসগণ মুক্ত হয়ে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করে। মুসলমানদের ন্যায় অমুসলমানগণও সামাজিক মৌলিক অধিকারসমূহ সমানভাবে ভোগ করার সুযোগ লাভ করে।

যে সকল কৃষক, শ্রমিক, মজুর ও ইহুদী সম্প্রদায় এতদিন অত্যাচারিত ও নির্যাতিত ছিল মুসলিম শাসনের সময় তারা মুক্ত স্বাধীন মানুষ হিসেবে জীবন শুরু করে। সাধারণ মানুষ তাদের অর্থ-সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করার সুযোগ পায়। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার নিয়ম চালু করা হয়। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায়।

মুসলিম শাসন প্রবর্তিত হলে স্পেনে অমুসলমানদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে তাদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তার জন্য কর ধার্য হয়। এতে সামরিক ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয় এবং অমুসলমানরা সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করে।

মুসলিম বিজয়ের ফলে স্পেনে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। এতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। বেকার সমস্যা দূর হয়। রাস্তা-ঘাটের উন্নতির ফলে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়।

মুসলিম বিজয়ের ফলে ইউরোপীয় সমাজে ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটে। মুসলমানদের উন্নত মানের ভাবধারা, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও নীতি স্পেনবাসীর মনে বিপুলভাবে সাড়া জাগায়। মোট কথা মুসলিম স্পেনে সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

মুসলিম বিজয়োত্তর স্পেনের ধর্মীয় অবস্থা

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। জনগণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার লাভ করে। সমাজে ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীর ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বাধ্যবাধকতা থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়। মুসলমানগণ পর ধর্মমতের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তাঁরা ইহুদী, খ্রিস্টান সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মপালনের অধিকার প্রদান করেন। মুসলমানদের ধর্মীয় উদারতা ও সহনশীলতায় মুগ্ধ হয়ে স্পেনবাসী দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর যারা মুসলমান হয়নি, তারাও মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের আগে স্পেনীয় সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। খ্রিস্টানদের অত্যাচারে ইহুদীরা এমনকি অক্যাথলিক খ্রিস্টানরাও নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারত না। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করত। কিন্তু মুসলমানদের শাসন আমলে স্পেনবাসী পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। প্রত্যেকের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। ফলে স্পেনবাসী ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করে।

সার-সংক্ষেপ

স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিপর্যয়ের কারণে মুসলমানগণ স্পেনে অভিযান প্রেরণ করে বিজয় লাভ করে। বিজয়ের পর স্পেন যখন মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে তখন স্পেনের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সভ্যতার ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। অল্প দিনের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্পেন বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। মুসলিম স্পেনের আলোক উজ্জ্বল সভ্যতার ছোঁয়া পেয়েই ইউরোপ আলোকিত হয় এবং নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। আধুনিক সভ্যতার পেছনেও মুসলিম স্পেনের অবদান অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খলিফার সময়ে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে তিনি হচ্ছেন-
   ক. খলিফা উমর (রা) খ. খলিফা ওয়ালিদ
   গ. খলিফা হারুন-অর-রশিদ ঘ. খলিফা উসমান (রা)

২. স্পেন বিজয় করেন-
   ক. মূসা-বিন-নুসাইর খ. খালিদ-বিন-ওয়ালিদ
   গ. যায়িদ-বিন-হারিস ঘ. আমীর হামযা (র)

৩. রাজা বডারিক শ্লীলতা হানি করেন-
   ক. রাণী ইসাবেলার খ. কাউন্ড জুলিয়ানের মেয়ে ফ্লোরিণ্ডার
   গ. খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক মেয়ের ঘ. ভীন ধর্মের মেয়ের।

৪. স্পেন বিজয়ে সহাবী সেনাপতি ছিলেন-
   ক. তারিক-বিন-যিয়াদ খ. মূসা-বিন-নুসাইর
   গ. খালিদ-বিন-ওয়ালিদ ঘ. মুহাম্মদ বিন কাসিম

৫. রাজা রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল-
   ক. ১০ হাজার খ. ১২ হাজার
   গ. লক্ষাধিক ঘ. ২০ হাজার

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেন বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণগুলো লিখুন।
২. স্পেন বিজয়ের পরোক্ষ কারণগুলো কি কি?
৩. স্পেন বিজয়ের ঘটনা প্রবাহ লিখুন।
৪. মুসলিম বিজয়োত্তর স্পেনের সামাজিক অবস্থা কেমন হয়েছিল উল্লেখ করুন।
৫. মুসলিম বিজয়োত্তর স্পেনের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিন।

পাঠ ২ স্পেনে প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)-এর শাসন ও তাঁর চরিত্র - কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম আবদুর রহমানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন
- স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রথম আবদুর রহমানের সম্পর্কে ভূমিকা বলতে পারবেন
- প্রথম আবদুর রহমানের শাসন ও কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন
- প্রথম আবদুর রহমানের চরিত্র মূল্যায়ন করতে পারবেন।

স্পেনের ইতিহাসে আবদুর রহমান আদ-দাখিল এর আবির্ভাব এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যাবের যুদ্ধে উমাইয়াদের শেষ খলিফার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে আব্বাসীয়রা মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর সিংহাসনকে সম্পূর্ণভাবে কন্টকমুক্ত করার উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস উমাইয়া বংশ নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকেন। প্রথম আব্দুর রহমান উমাইয়া নিধন যজ্ঞের হাত থেকে কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে প্রায় পাঁচ বছর প্যালেস্টাইন, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের পর সিওটায় আসেন। তিনি স্পেনে নতুনভাবে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান-এর পরিচয়

আব্দুর রহমানের ছিলেন উমায়া বংশীয়। প্রথম আব্দুর রহমান হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত। আব্দুর রহমান ছিলেন উমাইয়া বংশীয় দশম খলিফা হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের দৌহিত্র। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ আব্দুর রহমান ইতিহাসে আব্দুর রহমান আদ্ দাখিল নামে খ্যাত। স্পেনে প্রবেশ করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করায় তাঁর উপাধি দেয়া হয় আদ দাখিল (প্রবেশকারী)।

আস-সাফফার হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ ও ফেরারী জীবন

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যাব-এর যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে। আব্বাসীয় নেতা আস-সাফফাহ উমাইয়া বংশ নির্মূল করার জন্য গণহত্যা চালায়। এ সময় আব্দুর রহমানের বয়স ছিল ২০ বছর। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি এ হত্যাযজ্ঞ থেকে মুক্তি পান। অতঃপর আবদুর রহমান ফেরারী জীবন শুরু করেন। প্রায় ৫ বছরকাল তাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় স্থান হতে স্থানান্তরে এবং দেশ হতে দেশান্তরে পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে হয়।

সিউটায় আশ্রয় লাভ

পলাতক জীবনে মিসর, সিরিয়া প্যালেস্টাইন ও উত্তর আফ্রিকায় অবস্থানের পর অবশেষে তিনি সিউটায় গমন করেন। সিউটায় তিনি বর্বর জাতি সম্ভুত তাঁর মাতুল বংশের আশ্রয় লাভ করেন।

আব্দুর রহমানের স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

স্পেন দখলের পরিকল্পনা ঃ সিউটায় অবস্থান কালে আব্দুর রহমান স্পেনে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে সময় স্পেনের শাসক ছিলেন আব্বাসীয় শাসক ইউসুফ। তিনি তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধ ও স্পেন দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

মুদারীয় ও হিমারীয় দ্বন্দ্ব ঃ এ সময় স্পেনে মুদারীয় ও হিমারীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। এ সুযোগে আব্দুর রহমান সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়ে বদর নামক এক বিশ্বস্ত অনুচরকে স্বগোত্র হিমারীয়দের নিকট প্রেরণ করেন।

হিমারীয়দের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি ঃ বদর এলভিরা ও জীনে গিয়ে হিমারীয় নেতাদের নিকট আব্দুর রহমানের আহবানের কথা জানান। হিমারীয় নেতারা আব্দুর রহমানকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দান করেন।

মুদারীয়দের সমর্থন দান ঃ এ সময় হিমারীয় শাসক ইউসুফের দুঃশাসনে অতীষ্ঠ হয়ে মুদারিয়রা বিকল্প কোন শাসক কামনা করছিল। তাই তারা আব্দুর রহমানের আগমন বার্তাকে মনে প্রাণে সমর্থন করে। তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে সমর্থন করে।

আব্দুর রহমানের স্পেনে আগমন ঃ রাজকুমার আব্দুর রহমান ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেনের উপকূলে আল মুনিকা নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি বিপুল সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করেন।

মাসারার যুদ্ধ ঃ ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের বাহিনীর সাথে ইউসুফের বাহিনীর এক খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত ও নিহত হন। ফলে আব্দুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। তাঁকে স্পেনের আমীর বলে ঘোষণা করা হয়।

চূড়ান্ত যুদ্ধ ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ঃ ইউসুফ পরাজিত ও নিহত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা আল-আলী ইবনে মুগিসকে এক বিশাল বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে খলিফার বাহিনী পরাজয়বরণ করে। আব্দুর রহমান আব্বাসীয় সেনাপতির ছিন্ন মস্তক খলিফা মানসুরের দরবারে গোপনে প্রেরণ করেন (৭৬৩ খ্রিঃ)। আব্দুর রহমানের এমনি উদ্ধত সাহসের কারণে মনসুর বিস্ময়াভিভূত হন। তিনি তাঁকে কুরাইশদের 'বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

এভাবে গোটা স্পেনে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। আমীর আলীর ভাষায়, "বিতারিত, পলাতক ও গৃহহীন যাযাবর তাঁর উচ্চাভিলাষের শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হলেন। তিনি একটা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।"

সিংহাসনারোহণোত্তর অসুবিধাসমূহ

সিংহাসনে আরোহণ করে আব্দুর রহমান নানাবিদ সমস্যার সম্মুখিন হন। প্রথম দিকে সমর্থন জানালেও অচিরেই আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে আব্দুর রহমানের কর্তৃত্ব অসহনীয় হয়ে উঠল। তারা নানাভাবে আমিরকেও উত্ত্যপ্ত করতে লাগল। বর্বরগণ স্পেনকে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় রাজ্যে বিভক্তির জন্য সচেষ্ট হল। ফ্রাঙ্ক রাজ শার্লামেনের সাহায্য ও উস্কানীতে উত্তর স্পেনের খ্রিস্টানরা স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে এত বাধা বিপত্তি লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক ডজি (Dozy) মন্তব্য করেন, "আব্দুর রহমানের রাজত্বের অধিকাংশ সময় কখন ইয়েমেনে আরবগণ, কখনও বার্বারগণ আবার কখনোবা খ্রিস্টানগণ তার প্রভূত্ব উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু হারকিউলিস উপাখ্যানের দৈত্যের পরাজিত হওয়ার মত তারাও আব্দুর রহমানের হাতে প্রতিবারই পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আবার নবোদ্যমে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করত।"

বিদ্রোহ দমন

শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন ঃ আব্দুর রহমান সকল বিদ্রোহ ও বাঁধা বিপত্তি মুকাবিলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি আফ্রিকা হতে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের বেতন বৃদ্ধি করেন সম্মানজনক খেতাব প্রদান করে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গড়ে তোলেন। এভাবে তিনি বাঁধা মুকাবিলা করার জন্য যোগ্য সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন।

অভিজাত আরব সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন ঃ আরবগণ চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য স্বীকারে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তারা আব্দুর রহমানের বিরোধিতা শুরু করে। সৌভাগ্য বশত আরব সর্দারদের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্য ছিল না। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তাও তাদের জানা ছিল না। তাদের মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরব অভিজাতগণকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন।

শার্লামেনের পরাজয় ঃ আব্দুর রহমান যখন বিদ্রোহী আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তখন স্পেনের খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। তারা মুসলমানদের শহর, ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেতসমূহ জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিচ্ছিল। বহু শহর তারা দখল করে নেয়।

আব্দুর রহমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। স্পেনে প্রভুত্ব স্থাপনের পরিকল্পনায় খ্রিস্টানদের আহবানে ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লিমেন ৭৭৮ সালে বিশাল বাহিনীসহ রণযাত্রা করে। তারা পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে সারগোলা নগরীর উপকণ্ঠে হাজির হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। আব্দুর রহমানের সেনাপতি হুসাইন বিন আল আনসারী শার্লামেনকে পরাজিত করেন। হুসাইনের পুত্রগণ পলায়নপর শার্লামেনকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে তার বহু সঙ্গীকে হত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে শার্লামেন আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুলতান উপাধি গ্রহণ

আব্দুর রহমান সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে ৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফাদের নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেন। তিনি নিজে আমীর বা সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দেশ শাসনে মনোযোগ দেন। কর্ডোভায় একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে তিনি নিজ নামে মুদ্রা জারী করেন।

শাসন ব্যবস্থা

আব্দুর রহমান স্পেনে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি সমস্ত দেশটিকে ৬টি প্রদেশে ভাগ করে অভিজ্ঞ-শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি সামরিক বিভাগকেও শক্তিশালী করেন। তিনি অবিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্করণ করেন। তিনি সামরিক বিভাগকেও শক্তিশালী করেন। তিনি বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার করেন। একটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং দুইজন অধঃস্থন সচিব শাসন কালে আমরীকে সহায়তা করতেন।

আব্দুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

যোগ্যতম শাসনকর্তা ঃ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ছিলেন স্পেনের যোগ্যতম শাসনকর্তা। এক চরম দুর্দিনে নিজের ভাগ্যের সাথে লড়াই করার পাশাপাশি একটা স্বাধীন সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক আরভিন বলেন, "ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আবদুর রহমানকে যথোপযুক্ত ভাবে তাঁর সমসাময়িক শার্লামেন এবং মনসুরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং কূটকৌশলে পরাজিত করেছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন তাদের অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। উভয় শাসক উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আব্দুর রহমান অরাজকতা পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে একটি স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

কোমল ও উদার ঃ তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের ও উদার প্রকৃতির। তবে বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তার এ ধরনের কঠোরতা ও উদ্ধত স্বভাবের কারণে খলিফা মনসুর তাকে আরবের বাজপাখি (Falcon of the Arabs) বলে অভিহিত করেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য

শিল্পানুরাগী ঃ স্থাপত্যকীর্তি ও শিল্পের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কার্ডোভাতে বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। এতে ৮০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় হয়। এছাড়া বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। মার্টিন হিউস বলেন, "তার রাজধানী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো ছিলো।"

উন্নয়নকামী ঃ প্রথম আবদুর রহমান ছিলেন দেশের উন্নয়নকামী শাসক। তিনি কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খাল খনন এবং বহু সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট সংস্কার করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ঃ আব্দুর রহমান ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। পিকে হিট্টি বলেন, "নবম হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম স্পেন যে বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র হয়েছিল, তার মূলে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রথম আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা।"

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঃ আব্দুর রহমান ছিলেন একান্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী। তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নিজে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেননি। বরং শুধুমাত্র 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হন। তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "আব্দুর রহমান যুদ্ধ ও শান্তিতে সমান মহত্ত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রাচ্যের শক্তিশালী শাসকদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলে তিনি পাশ্চাত্যের মহান নৃপতিগণের ন্যায় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।"

আব্দুর রহমান ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি মোট ৩৩ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। স্পেনের বুকে ইসলামের ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেন তিনি। তার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "আব্দুর রহমান যুদ্ধ ও শান্তিতে সমান মহত্ত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রাচ্যের শক্তিশালী শাসকদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলে তিনি পাশ্চাত্যের মহান নৃপত্তিগণের ন্যায় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।"

সার-সংক্ষেপ

আব্দুর রহমান চরম বিপর্যয় ও সংশয়পূর্ণ মুহূর্তে নিজকে সংগোপনে রেখে স্পেনে মুসলমানদের এক শক্তিশালী ও সুদৃঢ় রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। তিনি যেমন যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন তেমনি মহত্বের বেলায়ও ছিলেন অনন্য। এ উমাইয়া শাসকের আবির্ভাব না হলে ইউরোপীয় রেঁনেসার গতি বহুদূর পিছিয়ে যেতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন।

ক. আবদুর রহমান কত সালে স্পেনের সিংহাসনে বসেন?
খ. স্পেন আবদুর রহমান কোন বংশের প্রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন?
গ. আবদুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয় কেন?
ঘ. ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমান কাকে পরাজিত করে নিজেকে আমীর বলে ঘোষণা দেন?
ঙ. আবদুর রহমান আব্বাসীয় কোন সেনাপতি ছিন্ন মস্তক কোন খলিফার কাছে প্রেরণ করেছিলেন?
চ. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয় এবং কেন?
ছ. খিস্টানদের আহবানে কোন রাজা স্পেনে অভিযান চালায়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম আবদুর রহমানের পরিচয় দিন।
২. প্রথম আবুদর রহমান কর্তৃক স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. শার্লামেন কে ছিলেন? প্রথম আব্দুর রহমানের সাথে তার যুদ্ধের বর্ণনা দিন।
৪. প্রথম আবদুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৩ স্পেনে প্রথম হিশাম (৭৮৮-৭৯৬)-এর শাসনামল ও তাঁর চরিত্র কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম হিশামের শাসনামল সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সিংহাসনারোহণ

প্রথম আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ছোট পুত্র প্রথম হিশাম পিতার মনোনয়ন পেয়ে স্পেনের সিংহাসনে বসেন। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম হিশাম স্পেন শাসন করেন। প্রথম হিশামের রাজত্বকাল ছিল একাধিক বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই বিদ্রোহগুলি দক্ষতার সাথে দশন করেন। তাঁর ক্ষমতা লাভের পর পরই তাঁর সৎ ভাই সুলাইমান ও আব্দুল্লাহ টলেডোতে বিদ্রোহ করেন। হিশাম তাঁদেরকে পরাজিত করে পশ্চিম আফ্রিকার তাঞ্জিয়ারে নির্বাসন দেন।

পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দমন

স্পেনের পূর্বাংশে ইয়ামনী আরবদের বিদ্রোহে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। হিশাম এ বিদ্রোহ দৃঢ়তার সাথে দমন করেন। বিদ্রোহী নেতা মাতরূহ পরাজিত ও নিহত হলে সারগোসা ও বার্সিলোনায় উমাইয়া শাসন বলবৎ হয়।

খ্রিস্টানদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দমন

তারপর হিশাম সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে নজর দেন। এ অঞ্চলে খ্রিস্টানগণ বারবার আক্রমণ চালিয়ে সম্পদ লুট, আগুন দেয়া এবং নর হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের বিপন্ন করে তুলেছিল। ফ্রাঙ্ক শাসকগণ তাদের এ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে উস্কানি দিচ্ছিল। তাদের দমন করার জন্য হিশাম দুটো শক্তিশালী বাহিনী পাঠান। একটি বাহিনী টুলোর কাউন্টকে পরাজিত করে নারবোন ও সেপটিমোনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। অপর বাহিনী সালিসিয়ায় বিদ্রোহ দমন করেন। খ্রিস্টান নেতা বারমুন্ড মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এভাবে তিনি স্পেনে উমাইয়া শাসন দৃঢ় করেন।

মালিকী মাযহাব প্রবর্তন ঃ হিশাম ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী। তিনি স্পেনে মালিকী মাযহাব প্রবর্তন করেন। মালিকী মাযহাবকে তিনি রাষ্ট্রীয় মাযহাব বলে ঘোষণা করেন। স্পেনের ফকীহগণ মালিকী মাযহাবের হওয়াতে এ সময়ে তাঁরা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন।

হিশামের চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রথম আব্দুর রহমান উমাইয়া শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। আর হিশাম একে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে যে শান্তিপূর্ণ সময় পান তা রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও সামাজিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিয়োজিত করেন। তিনি দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে অপ্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন করেন। দুর্নীতি পরায়ন ও অসৎ কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। বেআইনী কর আদায় নিষিদ্ধ এবং যাকাত ও সদকা আদায়ের নির্দেশ দেন। সুশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের বিচারক নিয়োগ করা হয়।

ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ঃ প্রথম হিশাম শাসক হিসেবে খুবই ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল কোমল। সহানুভবতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি অনেক সদগুণের আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন। ইবনুল আসীর বলেন- চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি উমর বিন আব্দুল আযীযের মত ছিলেন।

মজলিসে শূরার প্রবর্তন ঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের মত তিনি মজলিসে শূরা পুনঃ প্রবর্তন করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি মজলিসে শূরার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

প্রজা বৎসল শাসক ঃ তিনি ছিলেন জনদরদী ও প্রজা বৎসল শাসক। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি কর্ডোভার রাস্তায় রাস্তায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি পীড়িত, দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষের পাশে বসে তাদের

সান্ত্বনা দিতেন। প্রয়োজনে ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ রাতের আঁধারেও রোগীর জন্য ঔষধ পত্র পৌঁছে দিতেন। তাঁর দান ছিল অপরিসীম। খোলা হাতে মুক্ত মনে তিনি অভাবীদের কাছে সাহায্য পৌঁছাতেন। যে সকল অভাবতাড়িত ধর্মপ্রাণ মানুষ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও মসজিদে নামায পড়তে আসতেন তিনি তাঁদের মধ্যে অকতারে অর্থ বিতরণ করতেন।

তিনি দুষ্টের প্রতি ছিলেন বজ্র কঠোর ঃ তিনি ছিলেন দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকারী। বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাকারীদের তিনি কঠোর ভাবে দমন করতেন। তাঁর শাসনকালে জনসাধারণ খুবই সুখে শান্তিতে বসবাস করত।

তিনি ছিলেন নির্মাতা ঃ তিনি জনসাধারণের সুবিধার জন্য আস-সমিহ নামক সেতুর সংস্কার করেন। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী মসজিদের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেন। তাঁর সাম্রাজ্যে বহু প্রাসাদ ও ভবন নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

হিশাম ছিলেন একজন ধার্মিক শাসক। তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করেন। তাঁর আগ্রহে সাহিত্য চর্চায় নব উদ্যাম ও তৎপরতা দেখা দেয়। আরবী ভাষা ও কাব্য চর্চা বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ হিশামের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

প্রথম হিশাম একজন সফল ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। স্পেনে উমাইয়া শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অবদান কম নয়। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও জনদরদী শাসক। তিনি মাত্র ৮ বছর সুনামের সাথে রাজত্ব করার পর ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে পরপারে পাড়ি জমান। শাসন পরিচালনা ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি সমানভাবে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দাও।

ক. হিশাম কে ছিলেন?
খ. প্রথম হিশাম কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত এবং কত বছর স্পেন শাসন করেন?
গ. তিন কোন মাযহাবকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন?
ঘ. খুলাফায়ে রাশিদীনের মত তিনি কোন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করেন?
ঙ. জন সাধারণের দুঃখ-দুর্দশা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি কি করতেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেনে প্রথম হিশামের শাসনামলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. প্রথম হিমাসের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৪ স্পেনে প্রথম হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রি.)-এর শাসনামল ও চরিত্র-কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম হাকামের পরিচয় বলতে পারবেন
- তাঁর সিংহাসনারোহণ ও শাসনামল সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

পরিচয় ও সিংহাসনারোহণ

হাকাম ছিলেন প্রথম হিশামের পুত্র। ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাবার মৃত্যুর পর তিনি স্পেনের সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর তাঁকে অনেক বাঁধা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফকিহদের বিরোধিতা এবং তাঁর দু চাচা আবদুল্লাহ ও সুলাইমানের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। তাছাড়া তাঁকে ফ্রাঙ্কিস, টলেডো ও কর্ডোভার বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হয়। এসব বিদ্রোহ তিনি কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ২৬ বছর যোগ্যতার সাথে রাজত্ব করেন ৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

বিদ্রোহ দমন

ফকিহদের দমন ঃ পূর্ববর্তী খলিফা প্রথম হিশামের সময়ে মালিকী মাযহাবের ফকিহগণ খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। সে সময় মালিকী মাযহাব রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। ফকিহদের পথ নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করা হত। প্রথম হিশাম ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ শাসক। কিন্তু তাঁর পুত্র হাকাম ততটা ধর্মানুরাগী ছিলেন না। হাকাম ধর্মের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। তিনি কবি, গায়ক ও পণ্ডিতদের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের সাহচর্য ভালবাসতেন। হাকাম রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মবেত্তাদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। তিনি ফকিহ বা ধর্মবেত্তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাও বাতিল করেন। এতে তিনি ফকিহদের বিরাগ ভাজন হন। তাঁরা তাঁকে অধার্মিক বলে অভিহিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে নও মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়।

ইয়াহইয়া বিন-ইয়াহইয়া ও ইবনে দিনার প্রমুখ ফকিহ নেতৃবৃন্দ প্রথম আব্দুর রহমানের বংশধর মুহাম্মদ বিন কাসেম ওরফে ইবনে ইলশমাসকে স্পেনের ক্ষমতায় আনার চেষ্টা চালান। পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে হাকাম তাঁদের অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং স্পেন থেকে অনেককে তাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন কলা-কৌশল ও নিষ্ঠুরতার সাথে ফকিহদের বিদ্রোহ দমন করেন।

পিতৃব্যদের বিদ্রোহ দমন

ফকিহদেরকে নির্মমভাবে দমন করার পর তিনি সাহসিকতার সাথে গ্যালিসিয়ার দিকে যান এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাদেরকে স্পেন থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর হাকাম টলেডো গিয়ে চাচাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সংঘর্ষে চাচা সুলাইমান নিহত হন এবং আব্দুল্লাহ পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। হাকাম যখন চাচাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ঠিক সে সময় সুযোগ বুঝে ফ্রাঙ্কিসগণ বারসিলোনা দখল করে নেয়। চাচাদের বিদ্রোহ দমন শেষে হাকাম ফ্রাঙ্কিসদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ৭৯৭ খ্রিঃ তাঁর প্রেরিত অভিযান সাফল্য লাভ করে। অধিকাংশ যুদ্ধে খ্রিস্টানরা আত্মমর্পন করে। দক্ষিণ ফ্রান্সে সাময়িক উমাইয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

টলেডো বিদ্রোহ দমন ঃ মুসলিম বিজয়ের আগে টলেডো ছিল স্পেনের রাজধানী। মুসলিমগণ সেভিল ও কর্ডোভায় রাজধানী সরায়ে নেন। এতে টলেডো নগরবাসী বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অবশেষে বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য হাকাম স্পেনীয় মুসলিম আমরুস-বিন-ইউসুফকে টলেডোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি একটি ভোজ সভায় নগরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের পর টলেডোতে অনেকদিন যাবত কোন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। স্পেনের ইতিহাসে এ হত্যা দিনটিকে (fosse) সমাধি দিবস বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কর্ডোভার বিদ্রোহ ঃ ইতোমধ্যে ৮০৫ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। হাকাম এটাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে হাকামের পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমান শার্লামেনের পুত্রদের পরাজিত করে লুওর্ড হগ ও টার্টোজা

শহর দখল করে নেন। কিন্তু ৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভাতে আবার এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা আমীরের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে বসে। হাকাম অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জনতার উত্তেজনা নিরসন করেন। হাঙ্গামাকারীগণ পরাজিত হয় এবং তাদের নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অন্যান্য বিদ্রোহীরা বহিষ্কৃত হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও ক্রীটে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রথম হাকামের চরিত্র ও কৃতিত্ব

যোগ্য শাসক ঃ প্রথম হাকাম যোগ্যতার সাথে ২৩ বছর রাজত্ব করেন। মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনুল আসীরের মতে "তিনি জ্ঞানী, সাহসী ও গুনান্বিত ছিলেন। আন্দালুসীয় শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজেকে জাঁকজমক ও আড়ম্বর বেষ্টিত রাখতেন।"

কঠোরতা ঃ সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি বহু বাঁধা ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সে সব বাঁধা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দমন করে তাঁর সিংহাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সব বিদ্রোহ দমনে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে অত্যাচারী ও নৃশংস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষক ঃ তিনি জ্ঞানী ও গুণীদের পছন্দ করতেন। তিনি কবি-সাহিত্যিক গায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন এজন্য ফকিহদের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৪

এক কথায় উত্তর দিন-

১. হাকাম কে ছিলেন?
২. হাকাম কত সালে স্পেনের সিংহাসনে বসেন?
৩. হাকাম ধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করেন?
৪. মুসলিম বিজয়ের আগে স্পেনের রাজধানী কোথায় ছিল?
৫. টলেডের বিদ্রোহীদের তিনি কিভাবে দমন করেন?
৬. প্রথম হাকাম কত বছর স্পেনের রাজত্ব করেন?
৭. কোন কোন ঐতিহাসিক হাকামের চরিত্রের ব্যাপারে কি মন্তব্য করেছেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাকাম কে ছিলেন? তাঁর সিংহাসনারোহনের বিষয় বর্ণনা করুন।
২. তিনি কিভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন?
৩. ফকীহগণ তাঁর প্রতি কেন বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁদেরকে কিভাবে দমন করা হয়েছিল?
৪. প্রথম হাকামের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৫ স্পেনের দ্বিতীয় আব্দুর রহমান (৮২২-৮৫২ খ্রি.) শাসনামল ও তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের পরিচয় বলতে পারবেন
- তাঁর সিংহাসনারোহণ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন
- খ্রিস্টান বিদ্রোহ দমনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন
- তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পরিচয় ও সিংহাসনারোহণ

৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের সিংহাসনে বসেন। ইতিহাসে তিনি 'আল-আওসাত' বা মধ্যবর্তী বলে পরিচিত। কেননা তিনি তিন আব্দুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন।

বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন

তাঁর সিংহাসনে বসার পর থেকেই আশ-পাশের উপজাতিরা 'লিওনের' অধিপতি দ্বিতীয় আল-ফানসোর নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় আক্রমণ চালায়। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পরাজিত করেন। পরে তারা উচ্চ হারে 'খাজনা' দিতে বাধ্য হয়। এ সময় ফরাসিগণ কাটালোনিয়াতে আক্রমণ করে ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। পরে তারা সীমান্তের পরপারে বিতাড়িত হয়। এদিকে নরম্যান জলদস্যুগণ স্পেনের উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক লুটতরাজ আরম্ভ করে। তিনি নৌ-বাহিনী পাঠিয়ে এদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

খ্রিস্টানদের বিদ্রোহ দমন

ধর্মান্ধ ও গোড়া খ্রিস্টানরা দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলের শেষের দিকে কর্ডোভায় বিদ্রোহ করে। হিশামের উদার ধর্মীয় নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্পেনের একদল খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও আরবদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। এদেরকে 'মুজাররব' বলা হত। কিন্তু গোঁড়া খ্রিস্টানরা এদেরকে অধার্মিক বলে মনে করত এবং এদেরকে ঘৃণাও করত। এরা শাসকদের নিকট থেকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত অথচ তাঁদেরকে সুনজরে দেখতো না। তাঁরা মহানবী (স) ও তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারভিযান চালায়।

তারা আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে স্পেনীয় খ্রিস্টানদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে, এ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীগণ এক এক করে পারফেকটাস, ইউলোজিয়াস, ফ্লোরা প্রভৃতির নেতৃত্বে কর্ডোভায় ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে। তাদের এ বিদ্রোহকে শান্তিপূর্ণভাবে দমন করার জন্য আব্দুর রহমান যাজক শ্রেণীর এক সভা আহবান করেন। খ্রিস্টান নেতা গোমেজের হাতে বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ধর্মান্ধগণ বিভিন্ন অপকর্ম করে মৃত্যুবরণ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বহু ধর্মান্ধ ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এদের আন্দোলন চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদের শাসন কালে ধর্মান্ধদের নেতা ইউলোজিয়াসকে হত্যা করা হলে এ আন্দোলন থেমে যায়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

শান্তি ও গৌরবময় শাসনকাল ঃ দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল ছিল সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর। তাঁর শাসনামল ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে গৌরবময়। আরব ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর রাজত্বকাল ছিল শান্তি ও আড়ম্বরপূর্ণ। জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বসবাস করত। দেশ ছিল সমৃদ্ধ, প্রচুর রাজস্ব আমদানি হত।

শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ঃ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী। প্রভাবশালী ও বিদ্বান পণ্ডিত লোকদের পছন্দ করতেন এবং তাঁদের সাহচর্যে থাকতে ভাল বাসতেন। তাঁর সময়ে কর্ডোভাক লাইব্রেরী মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়।

আড়ম্বর পূর্ণ দরবার ঃ তাঁর দরবার ছিল আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ। জাঁকজমকের দিক থেকে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল খলিফাকে অতিক্রম করে যান।

চার ব্যক্তির প্রভাব ঃ তিনি তাঁর রাজত্বকালে নিজের স্ত্রী সুলতানা তারুবা, হাজীব খোজা নাসর, ফকিহ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া এবং সঙ্গীত বিশারদ জিরাব-এ প্রভাবশালী চার ব্যক্তি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি এঁদের পরামর্শে পরিচালিত হতেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ ও ফ্যাশনবিদ জিরাবকে বাগদাদের রাজদরবার থেকে নিজ দরবারে নিয়ে আসেন।

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঃ তিনি ছিলেন রুচিসম্পন্ন সুলতান। কর্ডোভাকে দ্বিতীয় বাগদাদ নগরীতে পরিণত করার জন্য অসংখ্য মসজিদ, প্রাসাদ, উদ্যান, সড়ক, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করেছেন। এক কথায় সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং সুখ সমৃদ্ধিতে স্পেনের ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল একটি গৌরবময় যুগ হিসেবে সংযোজন করেছে। তিনি ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৫

এক কথায় উত্তর দিন-

১. দ্বিতীয় আবদুর রহমান ইতিহাসে কোন নামে পরিচিত?
২. তিনি কত সালে স্পেনের সিংহাসনে বসেন এবং কত বছর রাজত্ব করেন?
৩. মোজাব্বর কাদেরকে বলা হত?
৪. তিনি কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন?
৫. তাঁর সময়ে কোন লাইব্রেরী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের পরিচয় ও সিংহাসনের বিষয়ে বর্ণনা দিন।
২. খিস্ট্রানদের বিদ্রোহ দমনে তিনি কিভাবে সফল হন?
৩. তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ ৬ স্পেনের উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে তৃতীয় আব্দুর রহমান (৯১২-৯৬১ খ্রি.) এর অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তৃতীয় আব্দুর রহমানের পরিচয় বলতে পারবেন
- তাঁর সিংহাসন লাভের বর্ণনা দিতে পারবেন
- স্পেনের উমাইয়া শাসন দৃঢ়ীকরণে তৃতীয় আব্দুর রহমানের অবদানের বিবরণ দিতে পারবেন।

আব্দুর রহমান আন-নাসিরের পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায় রচিত হয়েছিল স্পেনকে ঘিরে। সে ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক আব্দুর রহমান আন-নাসির। স্পেনের সার্বিক উন্নয়নে আব্দুর রহমানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর আগে দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর তিনজন শাসক ছিলেন। মুহাম্মদ ৮৫২ থেকে ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, মুনজীর ৮৮৬ থেকে ৮৮৮ পর্যন্ত এবং আব্দুল্লাহ ৮৮৮ থেকে ৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন রাজত্ব করেন। আব্দুল্লাহ ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাতি তৃতীয় আবদুর রহমান ক্ষমতায় আসেন। আব্দুর রহমান ছিলেন উমাইয়া বংশীয়, তিনি স্পেনে উমাইয়া শাসক আব্দুল্লাহর নাতি ছিলেন। স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর তিনি আন-নাসির উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় আব্দুর রহমান নামেও খ্যাত।

সিংহাসনারোহণ

দাদা আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর আব্দুর রহমান আন-নাসির ৯১২ খ্রিস্টাব্দে ২২ বছর বয়সে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর চাচা এবং তাঁর পরিজন জনসাধারণ তার সিংহাসনারোহণকে স্বাগত জানান। ঐতিহাসিকরা বলেন, তাঁরা সবাই আব্দুর রহমানের মধ্যে মহৎ আদর্শের সমন্বয় অনুভব করে তাঁকে শতধা বিভক্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করেন। এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী শাসকবর্গের অনিয়ম ও স্ববিরোধী নীতির ফলে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়, তা সঠিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে আব্দুর রহমানকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভার কারণে আব্দুর রহমানকে রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোকই সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

আব্দুর রহমানের নীতি

আব্দুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর পূর্ববর্তীদের অনুসৃত দুর্বল নীতি বর্জন করে অত্যন্ত বলীষ্ঠ ও সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করেন। তিনি দস্যু ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষহীন মনোভাব পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। আরব আভিজাত্যকে খর্ব করতে তিনি সেনাবাহিনীতে বিদেশী লোক নিয়োগ করেন। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আব্দুর রহমান স্পেনীয়, বার্বার ও আরব বিদ্রোহীদের প্রতি রাজস্ব বা আনুগত্য না চেয়ে তাদের নগর ও দুর্গগুলো অধিকার করার কথা ঘোষণা করেন। এতে রাজ্যের বিদ্রোহীরা ভীত হয়ে যায়। ফলে তাঁর দখলে ইসিজা, জায়েন, স্যান ইস্টেভান, পেনাকরেট, ওরিহুয়ালা, নীবলা, মন্টেরুবী, ন্যালেন্সিয়া, কাস্ট্রেলিয়াত, সিরা নিনাডা প্রভৃতি অঞ্চল চলে আসে।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন

আব্দুর রহমান অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ অন্যথা সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করলে অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দেয়। তিনি নিজে সেনাবাহিনীর সাথে থেকে সৈন্যদের উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিতেন। তাই বিদ্রোহীদের দমনের জন্য অভিযান পরিচালনা করলে মাত্র তিন মাসের মধ্যে এলভিরা ও জীন করতলগত হয়। সিয়েরা নিভেদার দুর্গম অঞ্চলও আব্দুর রহমানের করতলগত হয়। সেভাইলের ইবনে হাজ্জাজের পুত্র মুহাম্মদ স্বয়ং কর্ডোভায় এসে আনুগত্য স্বীকার করলো। রেজিওর অন্তর্গত সেররানিয়ার বিদ্রোহী দল আত্মসমর্পণ করে। ৯১৭ সালে উমর ইবনে হাফসুন মারা যান ৯২৮ সালে বোবাস্ট্রো ও অন্যান্য দুর্গ অধিকৃত হয়। এক বছর অবরুদ্ধ থাকার পর ৯৩০ সালে রোবোস্ট্রা পতন হয় এবং দুবছর অবরোধের পর টলেডোতে ৯৩২ সালে আধিপত্য স্থাপিত হয়।

বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান

আব্দুর রহমানের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের সুযোগে বহিঃশত্রুরা তাঁর রাজ্যের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে তোলে। তাই তিনি উত্তর স্পেনের খ্রিস্টান শক্তি ও আফ্রিকার ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। ৯১৪ ও ৯১৮ সালে অভিযান ব্যর্থ হলে আব্দুর রহমান স্বয়ং যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে ৯২০ সালে ইসতিভান, ক্লানিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। এছাড়াও তিনি লিওনের রাজা দ্বিতীয় ওরডোনো ও তার পুত্র দ্বিতীয় রামীরো এবং তৃতীয় ওরডোনা, নাভারের রাজা সানকোর গাসিয়া, রাজমাতা ঠোটা এবং বাসকুদের প্রধানকে পরাজিত করে কাষ্টাইল নিওন, ন্যাভারী ও গ্যালিসিয়া জয় করেন।

আব্দুর রহমান স্পেনের নিরাপত্তার জন্য মিসরে ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন। উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের পর আব্দুর রহমান মরক্কো ও সিউটা দখল করেন। উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণও তাঁর প্রতি অনুগত হয়।

আব্দুর রহমানের পররাষ্ট্র নীতি ঃ আব্দুর রহমান সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারেও সর্বোত্তম দৃষ্টি দিতেন। বহির্বিশ্বের সাথে তিনি সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত আসলে তিনি যথাস্থানে তীব্র আঘাত হানতে কসুর করতেন না। ইতালি, জার্মানি এবং ফরাসি প্রভৃতি দেশের শাসকবর্গ স্পেনের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেছিলেন। সমগ্র ইউরোপের রাজা-বাদশাহরা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করতেন।

খলিফা উপাধি ধারণ

স্পেনের উমাইয়া শাসকবর্গ আব্দুর রহমানের পূর্বে আমীর উপাধি ধারণ করতেন। কিন্তু আব্দুর রহমান স্পেনের শাসকরূপে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার পর ৯২৯ সালে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। যদিও মক্কা ও মদীনা তখনো আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনাধীন ছিল। আব্দুর রহমান নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে গোটা সাম্রাজ্যকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করে একেক জন সামরিক শাসনকর্তার উপর এর শাসনভার অর্পণ করেন। তবে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত ছিলেন।

শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রাজ্যকে রক্ষা করতে আব্দুর রহমান-বাগদাদের তুর্কী, রোমানদের গ্রোটারিয়ান গার্ড, মিসরের মামলুক ও তুরস্কের জেনিসারি বাহিনীর অনুকরণে ফ্রান্স, গ্যালিসিয়ান ও লোমবাদিয়ানদেরকে নিয়ে স্লাভ বাহিনী নামে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর বাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,৫০,০০০ এবং অনিয়মিত ছিল অসংখ্য। ঐতিহাসিক ডোজী বলেন "তাঁর সেনাবাহিনী তৎকালীন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল।"

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন

আব্দুর রহমান রাজ্যে সুশৃঙ্খলা ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রচুর রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। পথিমধ্যে মুসাফির ও ব্যবসায়ীদের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার জন্য তিনি রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। অশ্বারোহী বার্তাবাহক দ্বারা তিনি সংবাদ দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আব্দুর রহমান কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কৃষকদের বিভিন্ন সুবিধা দেয়াতে তারা বিপুল উৎসাহে উৎপাদন শুরু করে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। তখনকার সময় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬২,৪৫,০০ দিনার। উন্নতমানের রেশমী ও পশমীজাত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য স্পেন সমগ্র ইউরোপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সফলতার ফলে স্পেনে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

স্পেনে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি

আব্দুর রহমান আন নাসর বা তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে স্পেনে শিক্ষা-সংস্কৃতির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তাঁর আমলে কর্ডোভায় তৎকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ও স্পেন ছাড়াও আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়া হতে জ্ঞান পিপাসু অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান সাধনার জন্য এখানে ছুটে আসতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হতো। এ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তাঁর শাসনামলে সমগ্র রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। কর্ডোভাতে ছিল সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। এতে চার লক্ষাধিক বই ছিল। অনেক জগদ্বিখ্যাত মনীষী তাঁর সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রেখে গেছেন। যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে।

আব্দুর রহমানের শাসনকালে স্থাপত্য শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সমগ্র ইউরোপের ভেতর স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ছিল সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। এতে শত শত মসজিদ, অসংখ্য স্নানাগার এবং একটি বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল। এ প্রাসাদটি আব্দুর রহমান তাঁর পত্নীর নামানুসারে জোহরা প্রসাদ নামকরণ করেন। প্রায় চারশত কক্ষ বিশিষ্ট এ অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদটি স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ছিল। এর নির্মাণ ব্যয় ছিল এক লক্ষ দিনার। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "ইতোপূর্বে কর্ডোভা কখনও এত সম্পদশালী আন্দালুশিয়া এত উন্নত এবং রাষ্ট্রএত সাফল্য অর্জন করতে পারে নাই।

আব্দুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বলীষ্ঠ নেতৃত্ব, প্রতিজ্ঞা, অসীম সাহসিকতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিরলস পরিশ্রম ইতিহাসে তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান আন-নাসির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রতিভাবন ছিলেন।

১. সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ঃ স্পেনের অভ্যন্তরে যখন গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা আর গৃহযুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণের হুমকিতে দেশের অস্তিত্ব যখন বিপর্যস্ত সেই জাতীয় সংকটে আব্দুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ বীরত্ব ও অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে তিনি সমস্ত দুর্যোগের মোকাবিলা করেন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ঃ তিনি শুধু একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করেননি, বরং একে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তুলে ছিলেন। এ কারণে তাঁকে স্পেনের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

২. শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন ঃ তিনি শুধু নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপদমুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, অতি দ্রুত গতিতে দেশকে উন্নতি, প্রগতি সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন। ঐতিহাসিক ডোজীর মতে, "তিনি স্পেনকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করেছিলেন।"

৩. বহিঃশত্রুদের শক্তি খর্ব ঃ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করেই তিনি বহিঃশত্রুর দিকে দৃষ্টি দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ফাতেমীয়দের স্পেন দখলের পরিকল্পনা এবং খ্রিস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করে বহিঃশত্রুদের শক্তি খর্ব করেন।

৪. সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠন ঃ অসাধারণ প্রতিভা গুণে তিনি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে একে নব জীবন দান করেন। সামন্ত প্রথায় সৈন্য সংগ্রহ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। ভূমধ্য সাগরের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি একটি নৌবহর গঠন করেছিলেন।

৫. অর্থনৈতিক উন্নতি ঃ তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই দেশের পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে মৃত প্রায় অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার করেন এবং শূন্য রাজকোষকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ করে দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলেন।

৬. কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঃ আব্দুর রহমানের শাসনামলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- তাঁর উদার নীতি ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থায় কৃষি বিষয়ে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ প্রদর্শন করা হয়েছিল তাতে হাস্যময়ী শস্যক্ষেত্র, সমৃদ্ধ উদ্যানরাজি ও অপরিমেয় ফল সম্ভার তার সাক্ষ্য বহন করে।

৭. শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ঃ তাঁর শাসনকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা ঘটে। তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিতদের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কর্ডোভায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন- তা ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

৮. স্থাপত্য শিল্প ঃ স্থাপত্য শিল্পে আব্দুর রহমানের প্রবল অনুরাগ ছিল। রাজধানী ও সারাদেশে তিনি বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি কর্ডোভা নগরীকে সুসজ্জিত করেন এবং সমগ্র ইউরোপের মধ্যে রাজধানী কর্ডোভাই ছিল জাঁকজমকপূর্ণ নগরী। এ শহরে সেসময়ে পাঁচ লক্ষ লোক বাস করত। একশত প্রসাাদ, তেরশত গৃহ, তিনশত হাম্মাম খানা এ নগরীর শোভা বাড়িয়া তোলে। তিনশত মসজিদ এবং তাঁর বেগমের নামানুসারে নির্মিত 'জোতরা প্রাসাদ' ছিল এ সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য প্রায় চারশ কক্ষ-বিশিষ্ট এই অনিন্দ্যসুন্দর রাজপ্রাসাদটি স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদের্শনা। কর্ডোফা মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণে তাঁর বিশেষ অবদানের কথা চিরদিন স্বরণীয় হয়ে থাকবে।

৯. সভ্যতা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ঃ আব্দুর রহমান আন-নাসির ছিলেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে স্পেনের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শিল্পকলা, জ্ঞানচর্চা, ব্যবসায়-বাণিজ্যকে

তিনি সার্বিকভাবে সহায়তা করতেন। এর ফলে স্পেনের বিরাট উন্নতি ঘটেছিল। আব্দুর রহমানের গৌরবময় রাজত্বকালে রাজধানী কর্ডোভায় রাস্তাগুলো যখন পাশের গৃহ সংলগ্ন বাতি দ্বারা আলোকিত থাকত তখন চোখ ঝলসিয়ে যেত। এর সাতশ বছর পরও লন্ডনের রাস্তায় বাতি ব্যবহৃত হয়নি।

সার-সংক্ষেপ

আব্দুর রহমান আন-নাসির ছিলেন স্পেনের শ্রেষ্ঠতম শাসকদের অন্যতম। তিনি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় থেকে স্পেনকে গৌরবময় ঐতিহ্যের এক অনন্য রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে ক্ষয়িষ্ণু উমাইয়া শাসনকে একটা বলীষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে স্পেনকে তিনি বিশ্বের সুন্দরতম ও শক্তিশালী শহর হিসেবে গড়ে তোলেন। খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসের প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব পরিচালনা করে ৯৬১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্পেনের ক্ষমতায় আরোহণ করে যে সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তা অতুলনীয়। চারিত্রিক বলীষ্ঠতা, দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা পরিচালনা, নৈপুণ্য, বাহ্যিকতার দিক থেকে বিচার করলে সত্যিই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৬

এক কথায় উত্তর দিন-

১. আব্দুর রহমান আন-নাসির কত সালে ও কত বয়সে স্পেনের সিংহাসনে আরোহন করেন?
২. স্পেনে উমাইয়া শাসনের ত্রাণকর্তা হিসেবে কাকে মনে করা হয় এবং কেন?
৩. আব্দুর রহমান স্পেনে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে কি উপাধি ধারণ করেন এবং তা কত সালে?
৪. আব্দুর রহমান স্পেনকে কয়টি প্রদেশে ভাগ করে ছিলেন?
৫. তাঁর সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?
৬. তাঁর সময়ে রাজস্বের পরিমাণ কত ছিল?
৭. কার সময়ে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা হয়?
৮. সে সময়ে কোথায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
৯. আব্দুর রহমান কত বছর রাজত্ব শেষে কোন সালে ইন্তিকাল করেন?
১০. স্পেনে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট শাসক হিসেবে আপনি কাকে মনে করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. তৃতীয় আব্দুর রহমান পরিচয় ও সিংহাসনের বিষয়ে বিবরণ দিন।
২. তৃতীয় আব্দুর রহমানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করুন।
৩. স্পেনের শিক্ষায়-সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে আব্দুর রহমান আন-নাসিরের অবদান মূল্যায়ন করুন।
৪. তৃতীয় আব্দুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. স্পেনে মুসলমানদের আগমনের কারণ এবং মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিন।
২. স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমানের শাসন ও তাঁর চরিত্র-কৃতিত্বের বিবরণ লিখুন।
৩. স্পেনে প্রথম হিশামের শাসনামল ও তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৪. স্পেনে প্রথম হাকামের শাসনামলের বর্ণনা দিয়ে তাঁর চরিত্র-কৃতিত্ব তুলে ধরুন।
৫. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কে? তাঁর শাসনামল এবং চরিত্র ও কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৬. স্পেনে উমাইয়া শাসন দৃঢ় করণে তৃতীয় আব্দুর রহমানের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৭.১ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ